দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 1 4 2000

তারিখ ... ... MAR 16 2000.
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রসঙ্গে

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় আজকাল নকলের মহোৎসব চলে। তবে কি ছাত্র-ছাত্রীরা এখন আর লেখাপড়া করে না? অথচ বাস্তবে দেখা যায়, আগের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বেশী পড়াশোনা করে। অভিভাবকগণও অনেক বেশী সচেতন, তাহার পরও তাহাদের মধ্যে নকল করিবার প্রবণতা কেন? আমি বলিব, ইহার বহুবিধ কারণ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানে অনীহা, ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাবর্ষের সময়ের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ সিলেবাস প্রণয়ন এবং সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একজন শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষার জন্য যথাযথভাবে তৈরি হইতে দেয় না। যাহার জন্য পরীক্ষার হলে নকলের মত ঘৃণ্য কাজে সে লিপ্ত হয়। আমার এক নিকট আত্মীয়ের ছেলে অত্যন্ত মেধাবী। এসএসসিতে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত। সে এবার নটরডেম কলেজ হইতে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে। সেদিন সে বলিতেছিল, প্রতিটি বিষয়ে বর্তমানে যে বিপুল সিলেবাস, তাহার প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষার পূর্বে কমপক্ষে একদিন বিরতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় দুই বৎসরে পড়া এই বিশাল কোর্স কোনক্রমেই রিভিশন দিয়া পরীক্ষার হলে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলির কথা তো চিন্তাই করা যায় না। যদি পরীক্ষার আগে বিরতি না থাকে, তবে সাথে করিয়া নকল না নিয়া উপায় থাকিবে না। কারণ মাথায় তো আর কম্পিউটার বসানো নাই যে, পরীক্ষার আগের রাত্রে সব পড়া মেমোরিতে ঢুকাইয়া নেওয়া যাইবে। তাহার উপর শারীরিক বিশ্রামের ব্যাপার তো আছেই। ছেলেটির এই বক্তব্য কি একিবারেই যুক্তহীন?

নকলের মত ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধি সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে উল্লিখিত বিষয়গুলি কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ভাবাবেগের বশে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়া বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাদের অহেতুক দোষারোপ করা হইলে সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না।

ড. এমএ হামিদ,
৬৭/৩-ইন্দিরা রোড, ঢাকা